দৈনিক সংবাদ

DEC. 12 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

'মঞ্জুরি কমিশনের খবরদারি অকার্যকর করা গেলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভালো করবে'

নিজস্ব প্রতিবেদক

'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারি নিয়মকানুন যথাসম্ভব সহজতর হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা হবে নিয়ন্ত্রকের নয় বরং সহযোগীর। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের খবরদারি অকার্যকর করা গেলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আরো ভালো করতে পারে।' 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্রের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনারে গতকাল মঙ্গলবার বক্তারা এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

বক্তারা বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে কোর্স ও কারিকুলাম নিজেদের মতো করে করার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। সে ক্ষেত্রে বিশেষায়িত শিক্ষা জোরদার হবে এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির এই যুগে সেটা হবে অত্যন্ত কার্যকরী। রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে বক্তারা আরো বলেন, যেহেতু সরকারি ব্যবস্থাপনায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ সীমিত সেহেতু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে আইনের মারপ্যাচে না জড়িয়ে যথাসম্ভব নিজেদের মতো করে কাজ করার সুযোগ দেওয়া দরকার।

ঢাকাস্থ ইউনেস্কো অফিসের সহযোগিতায় যৌথভাবে সেমিনারটির আয়োজন করে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি এবং অ্যামেরিকান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ড. বজলুল মুবিন চৌধুরী। প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্যমন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান। বক্তব্য রাখেন পাকিস্তানের কায়েদে আজম ইউনিভার্সিটির ভিসি ইউ এ জি ইসানি, ইউনেস্কোর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ড. আনসার আলী খান, অ্যামেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের ভিসি মিসেস কারমেন জেড লামাঙ্গা।

সেমিনারের প্রধান অতিথি তথ্যমন্ত্রী ড. মঈন খান বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতা দিতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ৫ কোটি টাকা জমাদানের বিষয়টি অনুৎসাহব্যঞ্জক। এটা পর্যালোচনার দাবি রাখে।

ইউ এ জি ইসানি বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ উপাজর্নের খাত হিসেবে কখনোই ব্যবহার করা যাবে না। তিনি বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে অবশ্য মানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

ড. আনসার আলী বলেন, বাংলাদেশে মৌলিক শিক্ষার মান যথেষ্ট ভালো। এখন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার বিষয়ে নজর দিতে হবে।

ড. বজলুল মুবিন চৌধুরী বাংলাদেশে শিক্ষার উন্নয়নে ইউনেস্কোর ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই তারা সহযোগিতার হাত আরো সম্প্রসারিত করবে।

পরে দুটি কর্ম-অধিবেশন হয়। প্রথমটিতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইউ এ জি ইসানি। মডারেটর ছিলেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ভিসি মনোয়ারুল ইসলাম। দ্বিতীয় কর্ম-অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ভিসি ড. হাফিজ জি এ সিদ্দিকী, মডারেটর ছিলেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির ভিসি ড. বজলুল মুবিন চৌধুরী।